2-6-50

শ্রীমন্মথ রায় এম, এ-লিখিত "বিবাহ বিশারদ" গল্প-অবলম্বনে—

পথহারার কাহিনী

ক্যামেরা-কলম লিমিটেড্-এর

—সশ্রদ্ধ নিবেদন—

সংগঠনকারী ঃ

চিত্র-শিল্পী ... ... **বঙ্কু রায়**
শব্দ-যন্ত্রী ... ... **সত্যেন দাশগুপ্ত**
চিত্র-সম্পাদক ... **বিশ্বনাথ মিত্র**
আলোক-সম্পাতকারী **ধীরেন দাশ**
রসায়নাগার-অধ্যক্ষ ... **উমা মল্লিক**
নৃত্য-পরিকল্পনাকারী **পিটার গোমেস্**
শিল্প-নির্দেশক **দামোদর পিলাই**
গীতকার ... ... **শ্যামল গুপ্ত**
যন্ত্র-সঙ্গীত ... ... **যন্ত্রী-সঙ্ঘ**
রূপ-সজ্জাকর ... ... **বসন্ত দত্ত**

পরিচালক ঃ

• **দেবনারায়ণ গুপ্ত** •

সুর-স্রষ্টা ঃ

• **রামচন্দ্র পাল** •

সহকারীগণ ঃ

পরিচালনায় ঃ—প্রবোধ সরকার, নরেশ রায় ও বুন্টু পালিত। সুর-সৃষ্টিতেঃ সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। চিত্র-শিল্পে ঃ বিজয় গুপ্ত, নৃপেন সেনগুপ্ত ও বিজয় রায়। শব্দ-যোজনায় ঃ অনিল দাশগুপ্ত ও হরদেব সোম। চিত্র-সম্পাদনায় ঃ রাসবিহারী সিংহ। আলোক-সম্পাতে ঃ ময়ূর দাঁ। রসায়নাগার-শিল্পে ঃ রমেশ ঘোষ, রবি সেন, অনিল মুখোঃ, বঙ্কু প্রামানিক, নিমাই দে, পরিমল শীল, সুধাংশু বন্দোপাধ্যায় এবং গোপাল ঘোষ। রূপ সজ্জায় ঃ বেচু ও অভয়।

চরিত্র-চিত্রণে ঃ

ধীরাজ, অহীন্দ্র, শ্যাম লাহা, ডাঃ বসন্ত সেন, মনোরঞ্জন, ফণী রায় হরিমোহন, আশু বোস, লক্ষীজনার্দন, অমিতাভ, দীপেন রায়চৌধুরী মনি মজুমদার, সুনীলবরণ ও খগেন বসু। বনানী, অলকা, সুদীপ্তা, প্রীতিধারা, সুহাসিনী এবং তারা। **কৃতজ্ঞতা-স্বীকার ঃ** চাঁদবালী স্টীমার-সার্ভিস্ লিঃ। কমলালয় ষ্টোরস্ লিমিটেড্; দৈনিক বসুমতী ও শুভার্থী বন্ধুবর্গ।

একমাত্র পরিবেশক ঃ অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড

কাহিনী

মস্ত সওদাগরী আফিসের চাকরি গেলো ভানুর—সরকারকে ইন্‌কামট্যাক্স ফাঁকি দেবার ব্যাপার নিয়ে মালিকের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায়—

দিন পনেরর মধ্যে রাস্তায় ঠাঁই নিতে হোল—দর্‌জায় দর্‌জায় ভিক্ষে চেয়ে পেলেনা একমুঠো ভাত—পেলেনা একটু আশ্রয়—চাকরীর কথা তো বলাই বাহুল্য।

এমনি অবস্থায় গিয়ে পড়লো এক ব্যবসাদারী ঘটকের আস্তানায়—রফা হোল সেখানকার ফাই ফরমাস্ খাট্‌বে ও থাক্‌তে পাবে—নগদ মাইনে দেওয়ার ক্ষমতা নেই তাঁর এও জানালেন তিনি—তবে তাঁর দ্বারে সমাগত মক্কেলদের কাছ থেকে যদি উপরি আদায় করতে পারে তো সেই হবে তার মজুরি—

ঘটক শ্রীপ্রজাপতি ভট্টাচার্য (৭নং) জানালেন স্পষ্ট ভাষায়। কথার শেষে সুর টেনে বল্‌লেন; "এখন তোমার হাতযশ আর আমার বরাত।"

পাশের ঘরে চাকরের বেশ পরিবর্তন ক'রতে ক'রতে শুন্‌তে পেলো মহিমবাবুর সঙ্গে প্রজাপতির আলাপ আলোচনা। জান্‌তে পারলো তাঁর ঘরে আছে বিবাহ যোগ্যা কন্যা—বেরিলীতে ঘটেছে একমাত্র পুত্রের মৃত্যু কলেরায়—ইন্‌সিওরেন্সের ৫০০০৲ টাকা এসেছে বৃদ্ধের হাতে—মৃত্যুশয্যায় পুত্রের শেষ অনুরোধ, এ টাকায় যেন বোনের বিয়ে দেওয়া হয়।

ভানু যায় মহিমের বাড়ীতে নিজেকে তাঁর বেরিলীতে মৃত-পুত্রের বন্ধু কানু নামে পরিচয় দিয়ে—এবং পরিচয় শেষ হয় কন্যা রমার সঙ্গে শুভ-পরিণয়ে।

মহিম তাকে বেরিলীতে তাঁর তেলের কারবারের অর্দ্ধেক শেয়ার লিখে দিয়ে কারবার চালাতে অনুরোধ করেন—কিন্তু অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে ভানু ওরফে কানু—রমাকে নিয়ে আসে টালিগঞ্জের এক একশ্ বছরের পুরাণো জরাজীর্ণ বাড়ীতে। ব্যবসায়ের চেষ্টায় অনেক টাকা নষ্ট করে রমার সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে—কিন্তু ভাগ্য তার প্রসন্ন হয় না। রেসের মাঠেও অনেক টাকা তার হয় হার। দুশ্চিন্তা ও অবসাদে ভেঙ্গে পড়ে তার মন।

একদিন রিক্তহস্তে রেসের মাঠ থেকে ফেরবার সময় চলন্ত গাড়ীর সাম্নে পড়ে ভানু—চোট বেশী লাগেনা কিন্তু তারই ভেতর দিয়ে সন্ধান পায় নতুন ভাগ্যোদয়ের।

গাড়ীর আরোহীরা তাকে নিয়ে আসে একটি বাড়ীতে তার নাম আনন্দম্। সহরের সৌখীন অঞ্চলের এটি একটি বিশেষ আড্ডা। বিলাসীদের নৈশ-বিহারের মিলন-কেন্দ্রও বলা যেতে পারে।

ভানু ঢুকে পড়ে তাদের দলে। রোজগারের রাস্তা দেখায় তারা নিত্য নতুন। আজ জুয়েলারী দোকানে ডাকাতি—কাল নবাব কিংবা রাজকুমার

সেজে একে ওকে ঠকানো—টাকা আসে অনেক হাতে। আশ্চর্য হয় রমা—এমনি ক'রে দিন কাটে।

আনন্দমের অধিপতি ত্রিকাল বোস নতুন বুদ্ধি জোগান ভানুর মাথায়—"ভায়া স্ত্রী আর তুমি জয়েণ্ট ইনস্যুরেন্স কর দশহাজার। তারপর স্ত্রীকে সরিয়ে দাও ধরাধাম থেকে—'ক্লেইম্'-এর টাকার আধাআধি বখরা—তারপর আবার বিয়ে কর—আবার সরাও আবার রোজগার।"

এমনি ক'রে জীবন থেকে স'রে যায় রমা—তারপর আবার বিয়ে করে ভানু—জীবনে আবার আসে ছবি বলে একটি মেয়ে—বোবা সে—অনুকম্পায় ভ'রে ওঠে ভানুর মন—সে অস্বীকার করে তাকে মারতে—ঘটে দলের সঙ্গে মতান্তর। কিন্তু ভানুর অবর্তমানে—আনন্দমের দলই করে কাজ হাসিল—বিস্মিত, হতবুদ্ধি ভানু মৃত ছবির জীবন-বীমার দাবীর টাকা হাতে পায়—সে সব টাকা দান করে মূক-বধির বিদ্যালয়ে—আনন্দমের দল চায় তাদের বখরার টাকা—......সে টাকা তাকে জোগাতেই হবে। নইলে আনন্দম-এর হাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই।

ভানুর জীবনে এবার আসে সাহানা—একটি বিদুষী মেয়ে—ভানু আনন্দমের দলকে শোধ করে তার বখ্রার টাকা—কিন্তু সাহানা জান্তে পারে ভানু চোর—বিড়ম্বিত জীবন নিয়ে ভানু ধরা পড়ে পুলিশের হাতে—ভানু জানায় সাহানাকে—কেমন ক'রে সে

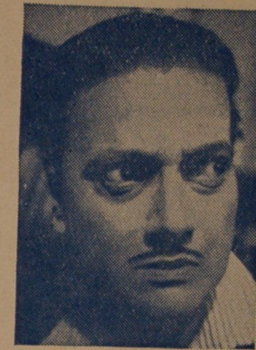

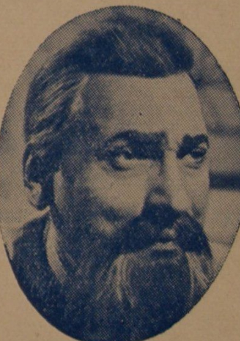

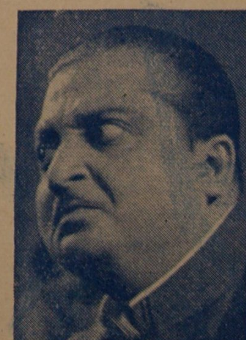

চোর হোল—কার দোষে তার সুন্দর জীবন আজ এমন ভাবে কলঙ্কিত হ'য়ে গেলো—মন্থিত হৃদয়ে সাহানা ভানুকে জানায় তার প্রণাম—জেলে যাবার আগে। ভানু বলে "তুমি প্রণাম করছো?—আমার নিঃসঙ্গ কারাজীবনে হয়ত এই পরশ টুকুরই প্রয়োজন ছিল—"

ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় পুলিসের ভ্যান!……তার পর?……

গান

—এক—

মোর পথ চেয়ে কেউ
রাখেনা দুয়ার খুলে
আমি যে অভাগা, তাই বুঝি সুখ—
আমায় গিয়াছে ভুলে।
আশার তরণী হায়
পাষাণ হৃদয় নিরাশার ঘায়ে
ভেঙে দিতে শুধু চায়।
অধীর আবেগে কাঁদনের ঢেউ
আঁখি পাতে উঠে দুলে—
আমি যে অভাগা তাই বুঝি সুখ
আমায় গিয়াছে ভুলে।
নিঠুর পৃথিবী জানি না তোমার
একি মায়া একি খেলা—
কেউ বা ক্ষুধায় পায় যে গরল
কারো সুধা যায় ফেলা।
আঁধার রাতের ঝড়ে
প্রলয় বাতাস হেনেছে আঘাত,
জীবনের খেলা ঘরে।
দুখেরি বাদলে আমার ভুবন
রঙীন হবে না ফুলে—
আমি যে অভাগা তাই বুঝি সুখ
আমায় গিয়াছে ভুলে।

—দুই—

ভাল লাগার রাত এলো যে—
মনে রাখার রাত এলো—
হৃদয় আমার পাতলো আসন
তোমার সাড়া যেই পেল।
ফাগুন রাঙা আমার পথে
এলে পথিক জয়ের রথে,
এবার আমার মনের কোণে
ভালবাসার দীপ জ্বেলো।
অনেক হাসি অনেক গানে—
এ রাত আমি ভরবো যে,
তোমায় পেয়ে তোমায় নিয়ে
স্বপনপুরী গড়বো যে।
চিরকালের নতুন মালায়
সাজিয়ে আমি দেবো তোমায়
তোমার আঁখির ছায়াটুকু
মোর নয়নে আজ ফেলো।

—তিন—

এ যেন সোনার কাঠি
যেই ছোঁয়া লাগলো।
শুকনো শাখায় কুঁড়ি
অমনি যে জাগলো।
মরা গাঙে টলমল
জোয়ারের এল জল—
মানিনী প্রিয়ার আজ
অভিমান ভাঙলো!
উদাসীন পৃথিবীটা
একভাবে ঘুরছে।
জানতে সে চায় না
জানতেও পায় না,
কে যে ঘর বাঁধে
আর কার ঘর পুড়ছে!

—চার—

আজকে রাতের মিলন মায়ায়
স্বপন-মধু ঝরবে কী?
কথার মুকুল জাগিয়ে তোমার
মনের সুবাস ভরবে কী?
কাছে তোমার পেয়ে যারে
লাগলো কাঁপন হিয়ার তারে,
তার সাথে আজ আকাশ পাতাল
ভাবতে সুরু করবে কি?
যেমন করে বকুল জাগে
দখিন হাওয়ার গানে,
চাঁদের হাসি সাগর জলে
ঢেউয়ের দোলা আনে,
আজকে তুমি তেমনি করে
জড়াও তারে প্রীতির ডোরে—
অনুরাগের পরশ দিতে
হাতটি হাতে ধরবে কি?

—পাঁচ—

অচিন দেশের রাজকুমার
আসবে কবে এই পথে।
কে জানে গো কে জানে!
রাজ-কন্যার কাজল চোখে
এই যে মায়া কে আনে?
কে জানে গো—কে জানে!
মন চলে যায় অনেক দূরে
সাত সাগরের ঢেউয়ের সুরে;
রাত-জাগা কোন পাখীর মত
বেড়ায় সে যে আকাশ জুড়ে।
শুক বলে তাই শোন সারী
সেই বারতা দিতে পারি;
তেপান্তরের ছায়ায় তারে
কে টানে গো কে টানে!

ক্যামেরা কলম লিঃ

• পথহারার কাহিনী •

একমাত্র পরিবেশক : অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন্ লিঃ

১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : : : : কলিকাতা—১৩

৩১-বি, একডালিয়া রোড, কলিকাতা ১৯ হইতে

ক্যামেরা-কলম লিমিটেড্ এর পক্ষে প্রচার-সচিব

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল-কর্তৃক সম্পাদিত

এবং ১২৫ ধর্মতলা ষ্ট্রীট হইতে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৬-বি আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড কলিকাতা ২৫ মহাজাতি আর্ট প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত।

• দাম : দু'আনা •